# হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব

By

**Bijan Chatterjee**

Department of Political Science

Saltora Netaji Centenary College

# ভূমিকা

**ওয়েপারকে** অনুসরণ করে হেগেল সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয়, **"the most outstanding advocate of the organic theory of the state and one of the most influential thinkers in the history of modern political thought"** ভাববাদী চিন্তাধারা শুরু হয়েছিল গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টোটলের হাত ধরে। আধুনিক দর্শনে কান্টের লেখায় তা চরম রুপ লাভ করেছিল। তত্ত্বটিকে সর্বাপেক্ষা যুক্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিক হেগেল। কান্টের দর্শনে ভাববাদের যে মৌল নীতিগুলি সুপ্ত অবস্থায় ছিল সেগুলির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল হেগেলের দর্শনে। **তাই প্রকৃত অর্থে হেগেলকেই ভাববাদের জনক হিসেবে পরিগণিত করা হয়।**

# রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের মূল বক্তব্য

হেগেলের মতে রাষ্ট্র হল ভাব বা চেতনার বিবর্তন। রাষ্ট্রকে তিনি চরম, সর্বশক্তিমান, অভ্রান্ত এবং ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করে বলেছেন" রাষ্ট্র হল মাটির পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদযাত্রা"--"The state is the March of God on earth". তার মতে রাষ্ট্র হল আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ও আত্মপোলব্ধ কারী ব্যক্তি--" A self conscious ethical substance and self knowing and actualizing individual " পরিবার (বাদ) এবং পৌরসমাজ (প্রতিবাদ)- এর শ্রেষ্ঠ গুণ গুলি নিয়ে গঠিত হলো শ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক গঠন রাষ্ট্রের (সংবাদ)। একমাত্র এই রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ সর্বোচ্চ পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে।

## রাষ্ট্রের উৎপত্তি দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ফল

হেগেলের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবসত্ত্বা নিজেকে ব্যক্ত করে চলেছে। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাব বা চেতনা সাদা নিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর, ভালো থেকে ভালো তর কিছু পেতে চেয়েছে সবসময়। অর্থাৎ মানুষের চেতনার বিকাশে দ্বন্দ্ব সবসময় ক্রিয়াশীল। মানুষের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনীয়তা যত বৃদ্ধি পেয়েছে সে ততো উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর কোন প্রতিষ্ঠান পেতে চেয়েছে যার মাধ্যমে তাদের সকল চাহিদা মিটতে পারে। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ তার চূড়ান্ত পরিপূর্ণতাকে খুঁজে পেয়েছে। রাষ্ট্রই হলো সেই সর্বোত্তম চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠান যা মানুষের সকল প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সক্ষম।

হেগেল চেতনার যে ক্রম বিবর্তনের ধারা উপস্থাপিত করেছেন তার প্রথম স্তর হলো পরিবার। পরিবারই হলো প্রধান ও প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে ভাব স্বত্তা প্রথমে আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। পরিবার মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখ দান করেছে। হেগেলের সূত্র অনুসারে পরিবার হলো বাদ(thesis), যেখান থেকে তিনি রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ শুরু করেছেন।

কিন্তু পরিবার মানুষের সকল বস্তুগত চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পরিবার পর্যাপ্ত ও যথার্থ ছিল না। সুতরাং পরিবারের বাইরে মানুষ আরো বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে।এই বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান হল পুর সমাজ। পুরসমাজ যেমন মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় তেমনি এখানে পারস্পর বিরোধী স্বার্থও প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং পুরসমাজে বিভেদ ও অনৈক তীব্র হতে থাকে। এখানে প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। পুরো সমাজ নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পুলিশ, আইন, সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পরিবারের মধ্যে ছিল স্নেহ ও ভালবাসা। পুরসমাজের মধ্যে এল প্রতিযোগিতা। এইভাবে 'বাদরুপী'(thesis) পরিবারের 'প্রতিবাদ' (anti-thesis)হিসাবে দেখা গেল পুরসমাজকে।

দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বাদ ও প্রতিবাদ এর মধ্যে সমন্বয় হলো 'সম্বাদ'(synthesis)। সুতরাং বাদরুপী পরিবারের প্রতিবাদ হল পুরসমাজ এবং পরিবার ও পুরসমাজের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি নিয়ে গঠিত হলো রাষ্ট্রের। হেগেল রাষ্ট্রকে সম্বাদ বলেছেন। এই রাষ্ট্র হল শ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক গঠন। রাষ্ট্রের মধ্যে যেমন পরিবারের ঐক্যের বন্ধন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পুরসমাজের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র।

# রাষ্ট্র বেক্তি স্বাধীনতা

হেগালের মতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারে স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরী ভোগ করা সম্ভব বাইরে কোন স্বাধীনতা রাষ্ট্রের বাইরে কোন স্বাধীনতা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেনা -" nothing short of the state is the actualization of freedom "হেগেলের মতে রাষ্ট্রই যেহেতু ব্যক্তিকে অধিকার ও স্বাধীনতা দেয় সেহেতু ব্যক্তি কোনোমতেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকারকে হেগেল নাকচ করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্র সামাজিক নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ হেগেলের মতে রাষ্ট্র কোনরকম নৈতিক আইনের দ্বারা আবদ্ধ নয়। রাষ্ট্র সকল প্রকার নৈতিক আইনের ঊর্ধ্বে। কেননা রাষ্ট্র নিজে নৈতিক আইনের সৃষ্টিকর্তা এবং সামাজিক নৈতিকতার সর্বোৎকৃষ্ট বহি:প্রকাশ। রাষ্ট্র হল এমন একটি নৈতিক সমগ্র যার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির যুক্তিময় ভাব সত্তা প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্র যেহেতু সামাজিক নৈতিকতার বাস্তব প্রতিফলন সুতরাং ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি অকুন্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন

রাষ্ট্র একটি জৈবিক প্রতিষ্ঠান হেগেল রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি বলেছেন, The state must be comprehended as an organism". জীবদেহের কোন অংশ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার কার্যকারিতা হারায় তেমনি ব্যক্তি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। সুতরাং হেগেলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার বাইরে ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র এবং উন্নত মানের আদর্শ ও নৈতিকতা থাকতে পারে না।

রাষ্ট্র ও যুদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধকে হেগেল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ বলে মনে করতেন। যুদ্ধের মাধ্যমেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ী রাষ্ট্রই ন্যায়বিচার ও বিশ্ব আত্মার পূর্ণ প্রতীক রুপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতিবাচক ও ইতিবাচক শক্তির সংঘাতের ফলে যেমন প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসে তেমনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধে সেই রাষ্ট্রই জয়লাভ করে যে সত্য ন্যায় বিচারের প্রতিভু। রাষ্ট্র যে বিশ্ব আত্মার প্রতিভু তা যুদ্ধের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতীয় রাষ্ট্র  হেগেল জাতীয় রাষ্ট্র সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারনা পোষণ করেন। তার মতে একমাত্র জাতীয় রাষ্ট্রই আইন, নৈতিকতা ও শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। এতে কোন ব্যক্তি বিশেষের তেমন কোন ভূমিকা নেই, তাতে সে যতই প্রতিভাবান বা জ্ঞানীই হোক না কেন। জাতীয় রাষ্ট্র ছাড়া জাতীয় প্রগতির কল্পনা করা বৃথা।

## সমালোচনা

১) হেগেলের রাষ্ট্র দর্শন কিরে স্বৈরবাদের সমার্থক। জার্মানির সর্বাধিনায়ক হিটলার এবং ইটালির স্বৈরাচারী শাসক মুসোলিনি হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তা থেকে প্রভূত প্রেরণা পেয়েছিলেন। এর ফল যে কি ভয়ংকর হয়েছিল তা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

২) হেগেল ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন। ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয় -এই মৌলিক ধারণাটুকু হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তা স্থান পায়নি।

৩) হেগেল রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে পার্থক্য না করে দুটিকে অভিন্ন করে দেখেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, ব্যক্তির জীবনে তাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

৪) অনেকের মতে হেগেল রাষ্ট্রকে পরমাত্মার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ বলে এবং রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি কে স্বার্থহীন আনুগত্য দেখাবার প্রস্তাব দিয়ে বুর্জো আর শোষণকে মসৃণ করেছেন।

উপসংহার  হেগেলের রাষ্ট্র তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমালোচনা থাকলেও হেগেলের রাষ্ট্র সম্পর্কে তত্ত্ব বেশ কিছু প্রশংসার দাবি রাখে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা, সকলের জন্য ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ প্রভৃতি আদর্শ সমাজের মঙ্গল সাধনের সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের বাইরে যে মানুষের উন্নতি সাধিত হতে পারে না, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।